

## سُورَةُ الْجِنِّ مَكِّيَّةٌ

### ৭২- সূরা আল্ জিন্

ইহা মক্কী সূরা, ইহাতে বিসমিল্লাহ্‌সহ ২৯ আয়াত ও ২ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। তুমি বল, “আমর প্রতি ওহী করা হইয়াছে যে, জিন্মদের একটি দল (এই কুরআন) শ্রবণ করিয়াছে এবং তাহারা বলিয়াছে: ‘নিশ্চয় আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করিয়াছি,

قُلْ أَتَىٰ الْإِنسَانَ أَنَّهُ اسْمَعُ لَكُمْ مِنَ الْجِنِّ فَكَأَلُوا  
إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ②

৩। যাহা হেদায়াতের দিকে পরিচালিত করে, সূতরাং আমরা উহাতে ঈমান আনিয়াছি, এবং আমরা আমাদের প্রতিপালকের সহিত কাহাকেও শরীক করিব না ।’

يَعْبُدُنِي إِلَىٰ الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا  
أَحَدًا ③

৪। ‘প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা অতীব মহান, তিনি কখনও নিজের জন্য কোন স্ত্রী এবং পুত্র গ্রহণ করেন নাই,

وَأَنَّهُ تَمَّازَ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ④

৫। এবং আমাদের মধ্যে নিবোধেরা আল্লাহ্ সম্পর্কে ডাহা মিথ্যা কথা বলিত,

وَأَنَّهُ كَانَ يَفُولُ سَفِيهُنَا عَلَىٰ اللَّهِ شَطَطًا ⑤

৬। এবং আমরা অবশ্যই এই ধারণা করিয়া আসিতেছিলাম যে, মানুষ এবং জিন্ কখনও আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিতে পারে না ,

وَأَنَّا كُنَّا نَظُنُّ أَنَّ لَنَا لِقَوْلِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ عَلَىٰ اللَّهِ  
كُذُوبًا ⑥

৭। এবং এই কথাও সত্য যে, মানুষের মধ্য হইতে কতক পুরুষ জিন্মদের মধ্যে হইতে কতক পুরুষের শরণাপন্ন হয় এবং এইভাবে তাহারা তাহাদিগকে আশ্বস্তরিচায় বাড়াইয়া দিয়াছে ,

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ  
مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ⑦

৮। এবং বস্তুতঃ তাহারা এইরূপ ধারণা করিয়াছিল যেভাবে তোমরা ধারণা কর যে, আল্লাহ্ কখনও কাহাকেও (নবী হিসাবে) আবির্ভূত করিবেন না,

وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَنْبَغْتَ اللَّهُ أَحَدًا ⑧

৯। এবং আমরা আকাশকে স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু উহাকে অতি শক্ত প্রহরী এবং উদ্ভাসম্ভ দ্বারা পরিপূর্ণ দেখিতে পাইলাম,

وَأَنَّا لَنَسْتَأْتِي السَّمَاءَ نَوْجِدُ نَهَا مُلْبِكًا حَرَكَ  
سَدِيدًا وَشُهُبًا ⑨

১০। এবং আমরা শ্রবণের উদ্দেশ্যে উহার কতিপয় বসার স্থানে বসিতাম। কিন্তু এখন যে কেহ কিছু ডনিবার প্রচেষ্টা করিবে, সে নিজের জন্য এক উদ্ধাপিণ্ডকে ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাইবে,

وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَنَنْسَجِعُ  
الآن نَجِدُ لَهُ شَهَابًا رَصَدًا ﴿١٠﴾

১১। এবং আমরা জানি না যে, পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য কোন অমংগনের ইচ্ছা করা হইয়াছে, না তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের জন্য হেদায়াতের ফয়সালা করিয়াছেন,

وَأَنَّا لَا تَدْرِي أَأَنزَلْنَا رِيْدَ بَنِي الْاَرْضِ أَأَمْرًا  
بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١١﴾

১২। এবং আমাদের মধ্যে কতক নেক লোক আছে এবং কতক ইহার বিপরীত— আমরা বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত।

وَأَنَّا كُنَّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَمِمَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِفَ  
تِدَادٍ ﴿١٢﴾

১৩। এবং আমরা জানি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে (তাহার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে) বার্থ করিতে পারিব না এবং পলায়ন পূর্বকও তাহাকে বার্থ করিতে পারিব না,

وَأَنَّا كُنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْاَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ  
هَرَبًا ﴿١٣﴾

১৪। সুতরাং যখন আমরা হেদায়াতের বাণী শুনিলাম তখন ইহার উপর ঈমান আনিলাম। অতঃপর যে তাহার প্রতিপালকের উপর ঈমান আনে তাহার কোন ক্ষতি বা অবিচারের ভয় নাই।

وَأَنَّا لَنَسْبَحَنَّ لَهُمْ يَوْمَ يَمُنُّ بَيْنَ يَدَيْهِ  
الْعَالَمُونَ ﴿١٤﴾

১৫। এবং আমাদের মধ্যে কতক আছে (আল্লাহর নিকট) আব্বাসমর্পনকারী এবং কতক আছে অবাধা।' এবং যাহারা আব্বাসমর্পণ করিয়াছে— ইহারাই হেদায়াতের অনুসন্ধান করে।

وَأَنَّا كُنَّا مِنَ الْمَلِئُونَ وَمِنَ الْقِيسُطِ فَمَنْ أَسْلَمَ  
قُلُوبُهُمْ لَكَ تَعَوَّذَ وَارْتُدَّتْ أَعْيُنُهُمْ ﴿١٥﴾

১৬। এবং যাহারা অবাধা, বস্তুতঃ তাহারাই জাহান্নামের ইন্ধন।

وَأَنَّا الْقِيسُطُونَ كُنَّا نُوَالِيهِمْ حَقًّا ﴿١٦﴾

১৭। এবং যদি ইহার (মক্কাবাসীরা) নির্দেশিত সঠিক পথে কায়ম হইত তাহা হইলে আমরা অবশ্যই তাহাদিগকে প্রচুর পানি পান করাইতাম,

وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً  
غَدًّا ﴿١٧﴾

১৮। যেন আমরা তাহাদিগকে উহা দ্বারা পরীক্ষা করি। এবং যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের সন্মুখ হইতে বিমুখ হইয়া যাইবে—তাহাকে তিনি কঠিন আযাবের পথে পরিচালিত করিবেন।

يُنْفِثُهُمْ فِيهِ وَ مَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ  
عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٨﴾

১৯। এবং নিশ্চয় সকল মসজিদ আল্লাহর জন্য, সুতরাং তোমরা আল্লাহর সংস্পর্শে অনা কাহাকেও (মা'বুদরূপে) ডাকিও না।

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٩﴾

{২০}  
১১

২০। এবং যখন আল্লাহর বান্দা তাঁহাকে ডাকিবার জন্য দণ্ডায়মান হয় তখন তাহারা তাহার নিকট ভিড় জমাইয়া স্বাস্রোধ করার উপক্রম করে।

وَأَنَّهُ لَبَتَاءَمْعَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يُكَوْنُونَ  
عَلَيْهِ لَبَدًا ۝

২১। তুমি বল, 'আমি কেবল আমার প্রতিপালককে ডাকি, এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করি না।'

كُلُّ إِنْسَاءٍ أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۝

২২। তুমি বল, 'তোমাদের অনিষ্ট সাধন বা তোমাদিগকে হেদায়াত দানের কোন ক্ষমতা আমার নাই।'

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۝

২৩। তুমি বল, 'আল্লাহ্ (অর্থাৎ তাঁহার আযাব) হইতে আমাকে আদৌ কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না, এবং তিনি বাতীত আমি কখনও কোন আশ্রয়স্থল পাইব না।'

قُلْ إِنِّي لَنْ يُغَيِّرَنِي مِنَ اللَّهِ وَاحِدٌ ۚ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مَلْجَأًا ۝

২৪। (আমার দায়িত্ব) শুধু আল্লাহর পক্ষ হইতে আগত বাণী এবং পয়গামসমূহ পৌছাইয়া দেওয়া।' এবং 'সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের অবাবাতা করে নিশ্চয় তাহার জন্য জাহান্নামের আগুন রহিয়াছে, তাহারা তথায় দীর্ঘকাল বসবাস করিবে।'

إِلَّا بِنِعَازِ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ۝

২৫। (তাহারা অস্বীকার করিতে থাকিবে) যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা উহা প্রত্যাক্ষ করিবে, যাহার প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইতেছে, তখন তাহারা অবশ্যই জানিবে যে, সাহায্যকারী হিসাবে অধিক দুর্বল কাহারা এবং সংস্কার দিক দিয়া অধিক কম কাহারা।

عَمَّا إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَيَسْتَعْجِلُونَ مَنْ أَنْصَبَ تَائِبًا وَآقَلَ عَدَدًا ۝

২৬। তুমি বল, 'আমি জানি না, তোমাদের প্রতিশ্রুত বিষয় সন্নিবদ্ধ অথবা আমার প্রতিপালক উহার জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ নির্ধারণ করিয়াছেন।'

كُلُّ إِنْ أَدْرَى أَقْرَبُ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ۝

২৭। তিনিই অদৃশ্য বিষয়ের পরিজ্ঞাতা, অতএব তিনি কাহারও উপর অদৃশ্য বিষয়সমূহ বহল পরিমাণে প্রকাশ করেন না,

غَلِيظُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۝

২৮। কিন্তু এমন রসূল ছাড়া, যাহাকে তিনি মনোনীত করেন। অতঃপর নিশ্চয় তিনি তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে একদল প্রহরী (ফিরিশ্তা) পরিচালনা করেন,

إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَيَمْنِ خَلْفَهُ رِجَالًا ۝

২৯। যেন তিনি জানেন যে, তাহারা (রসূলগণ) তাহাদের প্রতিপালকের পয়গামসমূহ সঠিকভাবে পৌছাইয়া দিয়াছে।

يَعْلَمُ أَنَّ قَدْ بَلَغُوا رَسُولَهُ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْلَصَ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝

বস্তুতঃ তিনি তাহাদের নিকট যাহা আছে সবকিছুকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন, এবং প্রত্যেক বস্তুর সংখ্যা গণনা করিয়া রাখিয়াছেন।

{২১}  
১২